‘ভোট ডাকাতির’ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করুন

ভোটাধিকার, গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের অধিকার রক্ষায় আন্দোলন গড়ে তুলুন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র আহ্বান

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দর চৌধুরি ৪ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

গোটা প্রশাসন যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে গায়ের জোরে কার্যত একটি একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে আবারও ক্ষমতায় এল আওয়ামি লিগ। ১৯৭৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত দলীয় সরকারের অধীনে কোনও নির্বাচনই জনগণের গ্রহণযোগ্য হয়নি। কিন্তু এই নির্বাচন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে ‘ভোট ডাকাতি’র অনবদ্য কৌশলের জন্য। রাষ্ট্রের সকল সংস্থাকে প্রত্যক্ষভাবে রিগিংয়ের কাজে আর কোনও নির্বাচনে এভাবে নামানো হয়নি।

নির্বাচনের আগের দিন রাতে কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের মাধ্যমেই একটা বিরাট সংখ্যক ব্যালটে নৌকা মার্কায় ছাপ মারা হয়েছে। নির্বাচনের সময় ভোটারদের প্রকাশ্যে ভোট দিতে বাধ্য করা, মধ্যাহ্নভোজের বিরতির কথা বলে কিংবা নকল লাইন তৈরি করে বুথগুলিতে ভোট বন্ধ রেখে ছাপ মারা—এ রকম অভিযোগ অসংখ্য। নৌকায় ভোট না দেওয়ার অপরাধে নোয়াখালিতে চার সন্তানের জননীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। সংঘাতে এ পর্যন্ত ২০ জন মানুষ মারা গেছেন। ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামি লিগ পেয়েছে ২৫৬টি আসন, মহাজোট সব মিলিয়ে পেয়েছে ২৮৮টি আসন, বিএনপি-র ৫টি সহ ঐক্যফ্রন্ট বিজয়ী হয়েছে ৭টি আসনে। বিজয়ী হয়েছে না বলে বিজয়ী করা হয়েছে বলাই অধিক সঙ্গত, কারণ এই নির্বাচনের জয়-পরাজয়ে জনগণের ভোটের কোনও ভূমিকা ছিল না। নির্বাচনী নাটককে একটু কম হাস্যকর করার জন্য এই ৭টি আসন কোরবানি দিয়েছে আওয়ামি লিগ। দেশ ও বিদেশের দু’একটি সংবাদমাধ্যম ছাড়া গোটা মিডিয়ায় এই ব্যাপক ‘ডাকাতি’ চেপে যাওয়া হয়েছে। মানুষ জেনেছেন গুটিকয়েক মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তায় আর নিজেদের ও কাছের মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। গোটা দেশ মানতে না পারার ও অপমানের একটা তীব্র জ্বালার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। একটা থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে দেশ জুড়ে।

পুলিশ, সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড, সচিবালয় থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যন্ত গোটা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন সহ রাষ্ট্রের সমস্ত সংস্থা আওয়ামি লিগের পক্ষে কাজ করেছে। কাজ করেছে মিডিয়া। যারা একটু নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে চেয়েছে তাদের উপর আক্রমণ এসেছে। ঢাকার নবাবগঞ্জে যমুনা টিভি, দৈনিক যুগান্তর সহ বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ হয়েছে নির্বাচনের আগেই। আওয়ামি লিগ যাকে কিনতে পেরেছে তাকে কিনেছে, যে বিক্রি হয়নি তাকে ভয় দেখিয়েছে। যে তারপরও সমর্থন দেয়নি তাকে আক্রমণ করেছে। বিখ্যাত খেলোয়াড়, সিনেমার স্টার, অভিনয়শিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, সাহিত্যিক— কে দাঁড়ায়নি আওয়ামি লিগের পিছনে! যেন নষ্ট হওয়ার উৎসব লেগে গেছে দেশে। এই নির্বাচনে ব্যয় হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা, যা তারা অর্জন করেছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও তহবিলের সীমাহীন লুটপাটের মধ্য দিয়ে।

ভারত সরকার কালবিলম্ব না করে আওয়ামি লিগকে অভিনন্দন জানিয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে শেখ হাসিনার জয়বাদ্য বেজেই চলেছে। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতার ফলেই আওয়ামি লিগের এই বিজয় সম্ভব হয়েছে। ভারতের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল নির্বাচনকে গোল্ড সার্টিফিকেট দিয়েছেন। নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে সার্ক, ওআইসি, নেপালের পর্যবেক্ষক দল। বিদেশি পর্যবেক্ষকদের মধ্যে যাদের নিজেদের পক্ষে কথা বলানো যাবে বলে নিশ্চিত করা গেছে তাদেরই আসার অনুমতি দিয়েছে সরকার। বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষককে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছাড়পত্র ও ভিসা দেওয়া হয়নি। আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা ‘এনফ্রেল’ এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। কিন্তু সরকার কোনও কিছুরই তোয়াক্কা করেনি।

আওয়ামি লিগ কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলছে, কার্যত মুক্তিযুদ্ধকে সে ক্ষমতায় টিকে থাকার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। এ দেশের উন্মেষকালে লক্ষ কোটি মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার সেই চেতনার ধারেকাছেও এখন সে নেই। ‘এক দেশ এক অর্থনীতি’ বলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আওয়ামি লিগ দাঁড়িয়েছিল, সেই ‘এক দেশ এক অর্থনীতি’ এখনও বিদ্যমান। গরিব আরও গরিব হচ্ছে, ধনী আরও ধনী হচ্ছে। ষাট-এর দশকে ভোটের অধিকারের জন্য আওয়ামি লিগ লড়েছে, অথচ আজ সে নিজেই জনগণের ভোটাধিকারকে নির্মমভাবে পদদলিত করছে। আজ জনগণকে সেই একই দাবি আবার তুলতে হচ্ছে, যে দাবিতে স্বাধীনতার পূর্বে লড়েছিল, জীবন দিয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আওয়ামি লিগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টি-জামাত সহ ধনিক শ্রেণির সরকারগুলি ক্ষমতায় থাকার কারণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হয়নি সত্য, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে গদি দখলের কাজে বিক্রি ও ব্যবহার এ ভাবে আর কোনও দল করতে পারেনি।

ভোটের গণতন্ত্রের উপর যারা বিশ্বাস আজও রাখেন, যারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুক্তি লাভ সম্ভব বলে মনে করেন— তাঁদের নিশ্চয় জানা আছে যে শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের দেশে দেশে আজ একই কাণ্ড ঘটছে। এক সময় বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বিভিন্ন মতের দ্বন্দ্বকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের মত, আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে জনগণের কাছে যেত। জনগণ তাদের পছন্দমতো প্রার্থী বাছাই করত। সেই গণতন্ত্র আজ আর দুনিয়ায় নেই। আজ বুর্জোয়া দলগুলির কোনওটিই জনগণের ম্যান্ডেটের উপর নির্ভর করে না। তারা নির্ভর করে প্রশাসন, রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও সন্ত্রাসীদের উপর। ফলে আজ গোটা বিশ্বে মানুষের মত ধুলায় লুটাচ্ছে, গণতন্ত্র আজ নাম বদলে হয়েছে ‘নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র’, ‘উন্নয়নের গণতন্ত্র’। যারা মনে করেন বিএনপি, জামাত কিংবা ঐক্যফ্রন্ট এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারবে তাদের সে চিন্তাও ভুল। এরা ক্ষমতায় এলেও একই কাজ করবে। এরা একই শ্রেণির দল, এই ব্যবস্থায় এ ছাড়া তাদের টিকে থাকার কোনও উপায় নেই। একটু অতীতের দিকে তাকালেই দেখবেন, ২০০৮ সালে আওয়ামি লিগকে বিরাট ব্যবধানে জনগণ জিতিয়ে নিয়ে এসেছিল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকেই, অথচ আজ সে তার হাত থেকেই মুক্ত হওয়ার জন্য ছটফট করছে। ফলে আওয়ামি লিগ না হয় বিএনপি— এই করে করে জনগণ বারবার ঠকছেন। এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটিয়ে সরকার পরিবর্তনের সকল চেষ্টাই শেষপর্যন্ত ব্যর্থ চেষ্টা হবে।

নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য শেখ হাসিনাকে সেনাপ্রধান, নৌ বাহিনীর প্রধান, পুলিশ প্রধান, কোস্টগার্ড প্রধান, নির্বাচন কমিশনের সচিব সহ বিভিন্ন বাহিনীর প্রধান ও সংস্থার মুখপাত্ররা অভিনন্দিত করেছেন। এই সংস্থাগুলি সরকার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় সংস্থা। রাষ্ট্র এবং সরকার এক নয়। সরকার মানে একটি দলীয় সরকার। একটি দলীয় সরকারকে রাষ্ট্রের কোনও সংস্থার প্রধানরা অভিনন্দন জানাতে পারেন না। অথচ তাঁরা তা করলেন। এ থেকে বোঝা যায় রাষ্ট্রের শক্তিকেন্দ্রগুলির মধ্যে যে ভারসাম্য সেটা ভেঙে গিয়ে কীভাবে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে। একটা পরিণত প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদ সৃষ্টি হয়েছে যা সমস্ত বিরোধী চিন্তাকে নির্মমভাবে দমনে প্রস্তুত।

এই অবস্থায় দেশের গণতন্ত্র ও প্রগতিমনস্ক, শিক্ষিত, সমস্ত নাগরিকবৃন্দ, কৃষক-শ্রমিক-পেশাজীবী, ছাত্র ও যুবসমাজ—সবার সামনেই এক কঠিন দায়িত্ব এসে পড়েছে। লাখো প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া এই দেশকে আমরা এ ভাবে শেষ হয়ে যেতে দিতে পারি না। বামগণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে নিয়ে আমরা এই ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়ব। যত ব্যর্থতার ইতিহাসই থাকুক না কেন, এই অন্ধকারে তাদেরই দাঁড়াতে হবে। আমরা সবাইকে এই লড়াইয়ে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

[redacted]

বাঁকুড়া বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলন

খরাপীড়িত বাঁকুড়া জেলায় কৃষি বিদ্যুতের নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে ১৩ ডিসেম্বর বিদ্যুতের জেলা প্রধানের দপ্তরে অ্যাবেকার নেতৃত্বে গ্রাহক বিক্ষোভ হয়। ২১ ডিসেম্বর বিষ্ণুপুরে বিদ্যুৎ দপ্তরে গ্রাহক বিক্ষোভ হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জেলার প্রধান আধিকারিককে ডেপুটেশন দেন। তিনি অন্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে অ্যাবেকার দাবিগুলি বিশেষত বিদ্যুতের লাইন কাটা বন্ধ, কাটা লাইন জুড়ে দেওয়া, বাঁশের খুঁটি পাল্টে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এ নিয়ে টালবাহানা হলে দ্রুত জানাতে বলেন। শেষে রাজ্য সম্পাদক উপস্থিত গ্রাহকদের কাছে অ্যাবেকার মূল দাবি— বিদ্যুতের দাম ৫০ শতাংশ কমানো, কৃষি বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার দাবি জানান। জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ, তারাপদ গড়াই, গোবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গ্রাহক আন্দোলনকে জোরদার করার আহ্বান জানান।

ভ্রম সংশোধন ঃ গণদাবীর ৭১-২০ সংখ্যায় মদ বন্ধের দাবিতে মহিলাদের আন্দোলন খবরে ভুলক্রমে আইজি-কে স্মারকলিপি দেওয়ার কথা ছাপা হয়েছে। স্মারকলিপি দেওয়া হয় হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং বিডিও-কে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

কেরালায় সিপিএম সরকারের পদক্ষেপে সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতবাদী শক্তিগুলিই মদত পাচ্ছে

কেরালা রাজ্য এস ইউ সি আই (সি)

শবরীমালা

নবজাগরণের মূল্যবোধের পুনরুত্থানের নামে এবং শবরীমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকারের দাবিতে কেরালার শাসক সিপিএম কিছু জাতপাতবাদী সংগঠনের সাথে হাত মিলিয়ে যে 'উইমেন্স ওয়াল' বা 'মহিলা দেওয়াল' তৈরির কর্মসূচি নিয়েছে এবং তার জন্য সরকারি টাকা খরচ করে প্রচার চালাচ্ছে, সেই প্রসঙ্গে এসইউসি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেরালা রাজ্য সম্পাদক কমরেড ডাঃ ভি ভেনুগোপাল ১ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

'এর দ্বারা কেরালার নবজাগরণ আন্দোলনকেই কালিমালিপ্ত করা হবে। এর একমাত্র লক্ষ্য ভোটে সুবিধালাভ।

কেরালার নবজাগরণ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং মানবতাবাদী সংস্কৃতির ভিত্তিতে। কিন্তু সিপিএম সরকার পরিচালিত এই 'মহিলা দেওয়াল' আন্দোলনের বিরুদ্ধ মতবাদের প্রতি কোনও সহনশীলতাই নেই। যে সরকার বিরুদ্ধ মতবাদকে হত্যা করতে সংবাদমাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তাদের নবজাগরণ সম্পর্কে বড় বড় কথা বলার কী অধিকার আছে? একসময় শুধুমাত্র উচ্চ ও নিম্নবর্ণের বিভেদের বিরুদ্ধে নয়, একই বর্ণের অভ্যন্তরীণ বিভেদ সহ নানা কু-অভ্যাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল কিছু সংগঠন। পরবর্তীকালে তারা সংশ্লিষ্ট জাতি-গোষ্ঠীর কায়েমি স্বার্থবাদীদের হাতে রাজনৈতিক দলগুলির উপর চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এবং ভোটব্যাঙ্ক তৈরির সংগঠনে অধঃপতিত হয়। ওই সব সংগঠন নবজাগরণ আন্দোলনের মহান নেতাদের তুলে ধরা মূল্যবোধ থেকে শুধু সরে এসেছে তাই নয়, তার বিরুদ্ধেই কাজ করছে। এই ধরনের সংগঠন, যাদের কোনও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নেই, লক্ষ্য কেবল শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে জাতপাতবাদী কতিপয় নেতার স্বার্থ চরিতার্থ করা— তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোন মূল্যবোধের জাগরণ ঘটবে?

'ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা ঠিক তাই সঠিক, যা নয় তা ভুল'— এই মতবাদ সামন্ততন্ত্রের আদর্শগত ভিত্তি। বিপরীতে নবজাগরণ তুলে ধরেছে সবকিছুকে যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়ার জীবনদর্শন। কেরালায় নারায়ণগুরুর বিখ্যাত ঘোষণা ছিল, আমাদের কোনও ধর্ম বা জাত নেই। এর মধ্য দিয়ে কেরালায় নবজাগরণ আন্দোলনের শুরু। পরে এই আন্দোলনের অগ্রগতিতে চিন্তা আসে, 'মানুষের কোনও ধর্ম, জাত বা ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই।' শবরীমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকারের নামে কেরালার বর্তমান নয়া জাগরণবাদীরা যা করছে তাতে শক্তিশালী হবে সেই সব জিনিস, যা নবজাগরণ আন্দোলন একসময় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

সংঘ পরিবারের 'রাম মন্দির', 'গো-রক্ষার' মতো এই 'মহিলা দেওয়াল' আন্দোলনও একটা ভোটের চমক। কেরালা সরকারের এই অবিবেচনা প্রসূত পদক্ষেপ বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টির সুযোগ করে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে কেরালার জনগণকে এ জন্য অনেক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হবে।

শবরীমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায় নিছক কানুনি দৃষ্টিতে সঠিক। কিন্তু, রাজনৈতিক আন্দোলন বিশেষ করে বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের পদক্ষেপ নিতে হয় সময়ের দাবিকে বিচার করে। বর্তমান সময়ের দাবি হল নবজাগরণ আন্দোলনের অসমাপ্ত কর্মসূচিগুলিকে সমাপ্ত করা। জাগতিক ঘটনাবলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা। দৈনন্দিন জীবনযাপনকেও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত করার কাজে জনগণকে শিক্ষিত করা এবং অভ্যস্ত করে তোলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে হবে। কিন্তু সিপিএম নবজাগরণের নামে যা করছে, তা এ কাজে সাহায্য তো করবেই না, বরং অন্ধতা বাড়াবে। এর দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল জাতপাতবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিই লাভবান হবে। মহিলারা শবরীমালা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারলে নবজাগরণের কোন অপূরিত কাজটি সম্পূর্ণ হবে?

সাম্প্রদায়িকতাকে পরাস্ত করা এবং জনগণের ঐক্য রক্ষা করার একটিই রাস্তা— গণতান্ত্রিক আন্দোলন। জীবনের সমস্যাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করার শিক্ষা দিতে পারে একমাত্র গণআন্দোলন। এ ছাড়া, অন্য কোনও সহজ রাস্তা নেই। পুঁজিবাদী শোষণে পিষ্ট জনগণকে ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসাবে টেনে আনতে হবে আন্দোলনের রাস্তায়। বাস্তব যে সমস্যাগুলি তাদের সকলের জীবনকে ছারখার করে দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে উন্নত নৈতিকতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এটাই নবজাগরণ আন্দোলনের সত্যিকারের ধারাবাহিকতা। সিপিএমের 'মহিলা দেওয়াল' আন্দোলন সেই পথ ধরেনি।

মালদায় মোটরভ্যান চালকদের সমাবেশ

মোটরভ্যান ধরপাকড় বন্ধ, চালকদের সরকারি লাইসেন্স ও পরিবহণ শ্রমিক হিসাবে প্রদান স্বীকৃতি সহ ৭ দফা দাবিতে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের নেতৃত্বে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ ডি এম এবং এস পি-র নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

প্রায় সাত হাজার মোটরভ্যান চালকের বিশাল মিছিল মালদা টাউন হলের সামনে থেকে শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করে ডি এম অফিসে পৌঁছায়। দীর্ঘ ২ ঘণ্টার মিছিলে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ও মালদা শহর অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রথমে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মোটরভ্যান ধরপাকড় বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিতে না চাওয়ায় চালকরা তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের অনমনীয় ও সংগ্রামী মেজাজের সামনে প্রশাসন পিছু হটে, থানায় আটকে রাখা মোটরভ্যান দ্রুত ছেড়ে দেওয়া এবং ধরপাকড় বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়। বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জয়ন্ত সাহা, জেলা সভাপতি অংশুধর মণ্ডল, গৌতম সরকার, মোটরভ্যান চালক আসামুদ্দিন সেখ, মনসুর আলি সহ আরও অনেকে। নেতৃবৃন্দ ৮-৯ জানুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানান।

শালবনি হাসপাতাল জিন্দালদের হাতে দেওয়ার প্রতিবাদ নাগরিকদের

জনগণের ট্যাক্সের টাকায় নির্মিত শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ৫ জানুয়ারি হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের ডাকে মেদিনীপুর শহরের ফিল্ম সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত হয় গণকনভেনশন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ এম সি লোহ। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র, অধ্যাপক জগবন্ধু অধিকারী, পূর্বতন প্রধান শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভূঞ্যা, শিক্ষক অতীন্দ্রনাথ বেরা, বিশিষ্ট নাগরিক দীপক বসু, নার্সেস ইউনিটির রাজ্য সম্পাদিকা পার্বতী পাল, শালবনী হাসপাতালের নার্স পাপিয়া টুডু।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, জিন্দালরা আরও ভাল পরিষেবা দেবে। পূর্বতন সিপিএম সরকার একই যুক্তিতে ঢাকুরিয়ার নিরাময় পলিক্লিনিক, যোধপুর পার্কের অরবিন্দ সেবাকেন্দ্র, যাদবপুরের কে এস রায় টিবি হাসপাতাল বেসরকারিকরণ করেছিল। বর্তমানে সেখানে আমরি, কেপিসি হাসপাতালের মতো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চলছে। শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বেসরকারিকরণের ক্ষেত্রে সরকার সফল হলে রাজ্যের আরও যে সব সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে উঠেছে সেগুলিরও বেসরকারিকরণ হবে, যেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসার কোনও সুযোগ জনগণ পাবে না।

যে কোনও মূল্যে শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা প্রতিরোধ করার আহ্বান জানান বক্তারা। আন্দোলন তীব্রতর করতে শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভূঞ্যাকে সভাপতি এবং অধ্যাপক প্রভঞ্জন জানাকে সম্পাদক করে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি গঠিত হয়। ছয় শতাধিক মানুষ কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com